আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত | এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

دعاء ضد الجن العاشق

আশিক জ্বিনের বিরুদ্ধে দোয়া

> **নির্দেশনা:** এই দোয়াটি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। পুরুষ আক্রান্ত হলে মহিলার জন্য (اللهم احرقها - আল্লাহুম্মা আহরিক্বহা) এবং মহিলা আক্রান্ত হলে পুরুষের জন্য (اللهم احرقه - আল্লাহুম্মা আহরিক্বহু) পড়বে।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللَّهِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর।

اللَّهُمَّ اصْعَقْ كُلَّ عَاشِقٍ مِنَ الْجَانِّ فِي الْجَسَدِ، اللَّهُمَّ اقْتُلْ كُلَّ عَاشِقٍ

وَعَاشِقَةٍ وَزَانٍ وَزَانِيَةٍ، وَمُتَمَسِّكٍ وَسَاكِنٍ بِالْعَوْرَاتِ

হে আল্লাহ, এই শরীরের মধ্যে থাকা প্রত্যেক আসক্ত জিনকে বজ্রাঘাতে ধ্বংস করে দিন। হে আল্লাহ, প্রত্যেক আসক্ত পুরুষ ও নারী জিন, যিনাকারী পুরুষ ও নারী জিন এবং লজ্জাস্থানে আঁকড়ে থাকা ও বসবাসকারী জিনকে হত্যা করুন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَسَدِي عَلَيْهِ نَارًا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي جَسَدِي مَكَانًا

وَلَا قَرَارًا، اللَّهُمَّ أَحْرِقْ وَجْهَهُ وَعَوْرَتَهُ

হে আল্লাহ, আমার শরীরকে তার জন্য আগুনে পরিণত করুন। হে আল্লাহ, তার জন্য আমার শরীরে কোনো স্থান বা আশ্রয়স্থল রাখবেন না। হে আল্লাহ, তার চেহারা ও লজ্জাস্থান জ্বালিয়ে দিন।

اللَّهُمَّ أَعْمِهِ وَخُذْ بَصَرَهُ فَلَا يَرَانِي وَخُذْ سَمْعَهُ فَلَا يَسْمَعُ صَوْتِي

হে আল্লাহ, তাকে অন্ধ করে দিন এবং তার দৃষ্টি কেড়ে নিন যাতে সে আমাকে দেখতে না পারে, এবং তার শ্রবণশক্তি কেড়ে নিন যাতে সে আমার কণ্ঠ শুনতে না পারে।

اللَّهُمَّ خُذْ عَقْلَهُ وَشَلَّ تَفْكِيرَهُ فِيمَا أَرَادَ وَقَرَّرَ وَفَكَّرَ

হে আল্লাহ, তার বিবেক কেড়ে নিন এবং তার চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে অচল করে দিন।

اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَرَّمْتَ الزِّنَا وَتَوَعَّدْتَ الزُّنَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ

فَاحْفَظْنِي مِنْ هَذَا الزَّانِي (الزَّانِيَةِ) بِمَا حَفِظْتَ بِهِ سَارَةَ مِنَ الْجَبَّارِ،

وَاحْفَظْنِي بِمَا حَفِظْتَ بِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি যিনা হারাম করেছেন এবং যিনাকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। হে আল্লাহ, আমাকে এই যিনাকারী (যিনাকারিণী) থেকে সেভাবে রক্ষা করুন, যেভাবে আপনি সারা (আঃ)-কে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং যেভাবে আপনি উম্মুল মুমিনীনদেরকে দিনে ও রাতে রক্ষা করেছিলেন।

اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ كُلَّمَا دَنَا وَاقْتَرَبَ اللَّهُمَّ اصْعَقْ وَاصْرَعْ مَنْ جَاءَنِي فِي

غَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ دَوْرَةٍ

হে আল্লাহ, সে যখনই আমার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে ভূপাতিত করুন। হে আল্লাহ, যে আমার অসতর্কতায়, ঘুমের মধ্যে বা অসুস্থতার সময় আসে, তাকে বজ্রাঘাতে ধ্বংস করুন ও ভূপাতিত করুন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي حَافِظًا مِنْ عِنْدِكَ مِنْ أَذَى الْعَاشِقِ الزَّانِي اللَّهُمَّ اقْطَعْ شَهْوَتَهُ وَأَذْهِبْ عَقْلَهُ، اللَّهُمَّ ابْتَلِهِ بِالْآفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْأَمْرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَةِ. اللَّهُمَّ شَلَّ حَرَكَتَهُ كُلَّهَا وَاقْطَعْ أَنْفَاسَهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ أَقْدَرْتَهُ فَلَا تُمَكِّنْهُ مِنِّي اللَّهُمَّ اسْلُبْهُ قُوَّتَهُ كُلَّهَا

হে আল্লাহ, এই যিনাকারী আসক্ত জিনের কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য একজন محافظ নিযুক্ত করুন। হে আল্লাহ, তার যৌনকামনা শেষ করে দিন এবং তার বিবেক নষ্ট করে দিন। হে আল্লাহ, তাকে দুর্যোগ, দুরারোগ্য ব্যাধি ও অক্ষমতা দ্বারা জর্জরিত করুন। হে আল্লাহ, তার সমস্ত নড়াচড়া অচল করে দিন এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিন। হে আল্লাহ, যদি আপনি তাকে কোনো ক্ষমতা দেন, তবে তাকে আমার উপর শক্তিশালী করবেন না। হে আল্লাহ, তার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিন।

اللَّهُمَّ ارْبُطْهُ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمَةٍ، اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ مِنْ مَلَائِكَتِكَ

وَجُنْدِكَ مَنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّ الْجَلْدِ أَوِ الرَّجْمِ وَأَنْتَ الْقَائِلُ سُبْحَانَكَ

"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ". اللَّهُمَّ سَلِّطْ

عَلَيْهِ مَنْ يَجْلِدُوهُ، اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ مَنْ يَقْتُلُوهُ وَيَذْبَحُوهُ اللَّهُمَّ سَلِّطْ

عَلَيْهِ مَنْ يَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَابِ وَالْجَلْدِ لَيْلًا وَنَهَارًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ

جَسَدِي

হে আল্লাহ, তাকে আমার থেকে এবং সকল মুসলিম নারী থেকে বেঁধে রাখুন। হে আল্লাহ, আপনার ফেরেশতা এবং সৈন্যদল থেকে এমন কাউকে তার উপর নিযুক্ত করুন, যে তার উপর বেত্রাঘাত বা রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর শাস্তি কার্যকর করবে, আর আপনিই তো বলেছেন, "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর"। হে আল্লাহ, তাদের উপর এমন কাউকে নিযুক্ত করুন, যে তাদের বেত্রাঘাত করবে, হত্যা করবে ও যবেহ করবে। হে আল্লাহ, তাদের উপর এমন কাউকে নিযুক্ত করুন যে তাদের দিনরাত কঠোর শাস্তি দেবে, যতক্ষণ না সে আমার শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا وَاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ وَبِكُلِّ اسْمٍ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذَا الْخَبِيثَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ اللَّهُمَّ يَا قَهَّارُ يَا جَبَّارُ يَا مُنْتَقِمُ انْتَقِمْ لِي مِنْهُ

হে আল্লাহ, আমি আপনার সকল সুন্দর নাম, আপনার মহান নাম এবং আপনার প্রত্যেকটি নামের উসিলায় এবং ওই সকল নামের উসিলায় যা আপনি আপনার গায়েবের জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি এই খবীসকে একজন পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী সত্তার মতো পাকড়াও করুন। হে আল্লাহ, হে প্রবল পরাক্রান্ত, হে প্রতিশোধ গ্রহণকারী, আমার জন্য তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

اللَّهُمَّ أَبْطِلْ عَنِّي سِحْرَهُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ الزِّنَا وَيَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْأَذَى اللَّهُمَّ دَمِّرْ حِصْنَهُ الَّذِي يَتَحَصَّنُ بِهِ فِي جَسَدِي

হে আল্লাহ, আমার উপর করা তার জাদু বাতিল করে দিন, যার মাধ্যমে সে যিনা করতে সক্ষম হয় এবং কষ্ট দিতে পারে। হে আল্লাহ, তার সেই দুর্গ ধ্বংস করে দিন, যেখানে সে আমার শরীরে আশ্রয় নেয়।

اللَّهُمَّ أَحْرِقْهُ أَيْنَمَا تَنَقَّلَ وَاخْتَبَأَ وَتَرَكَّزَ اللَّهُمَّ أَحْرِقْ مَنْ تَرَكَّزَ فِي الْأَرْحَامِ وَالْعَوْرَاتِ وَالْمَبَائِضِ

হে আল্লাহ, সে যেখানেই ঘোরে, লুকায় বা অবস্থান করে, তাকে জ্বালিয়ে দিন। হে আল্লাহ, যে জরায়ুতে, লজ্জাস্থানে ও ডিম্বাশয়ে অবস্থান করে, তাকে জ্বালিয়ে দিন।

اللَّهُمَّ دَافِعْ عَنِّي فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَنْتَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا" اللَّهُمَّ سَلْسِلْهُ عَنِّي وَأَحْرِقْهُ بِشِهَابٍ كُلَّمَا دَنَا وَاقْتَرَبَ مِنِّي، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করুন, কেননা আপনিই তো উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী। আপনিই বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে প্রতিরোধ করেন"। হে আল্লাহ, তাকে আমার থেকে শৃঙ্খলিত করুন এবং সে যখনই আমার কাছে আসে, তাকে আগুনের শিখা দিয়ে জ্বালিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।

اللَّهُمَّ كَرِّهْهُ فِيَّ كَمَا كَرَّهْتَنِي فِيهِ اللَّهُمَّ اقْطَعْ شَهْوَتَهُ وَلَا تُتِمَّ لَهُ

عَمَلَهُ، اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِهِ الرُّعْبَ كُلَّمَا نَوَى

হে আল্লাহ, তার অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা তৈরি করে দিন, যেমন আপনি আমার অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা তৈরি করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ, তার কামনা-বাসনা শেষ করে দিন এবং তার কাজ সম্পূর্ণ হতে দেবেন না। হে আল্লাহ, সে যখনই (খারাপ) ইচ্ছা করে, তার অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করুন।

اللَّهُمَّ أَهْلِكْ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ

فَانْتَصِرْ اللَّهُمَّ حُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اشْتَهَى وَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَاجِزًا

وَحِجَابًا وَسُورًا مِنْ نَارٍ

হে আল্লাহ, প্রত্যেক অবাধ্য স্বৈরচারীকে ধ্বংস করুন। হে আমাদের রব, আমাদের দোয়া কবুল করুন। হে আমার রব, আমি পরাজিত, সুতরাং আপনি সাহায্য করুন। হে আল্লাহ, তার এবং তার কামনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করুন এবং আমার ও তার মাঝে একটি বাধা, পর্দা এবং আগুনের প্রাচীর তৈরি করে দিন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالذِّكْرِ الَّذِي أَذْكُرُكَ بِهِ وَبِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبِلْتَهُ مِنِّي

أَنْ تَمُدَّنِي بِمَسْلَحَةٍ مِنْ مَلَائِكَتِكَ يَذُبُّونَ وَيُدَافِعُونَ عَنِّي فَلَا يَسْتَطِيعُ

إِلَيَّ سَبِيلًا

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সেই জিকিরের উসিলায় যা আমি আপনার জন্য করি এবং আমার প্রত্যেকটি নেক আমলের উসিলায় যা আপনি কবুল করেছেন, প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে আপনার ফেরেশতাদের একটি দল দিয়ে সাহায্য করুন, যারা আমাকে রক্ষা করবে এবং আমার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবে, যাতে সে আমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا رَادَّ لِقَضَائِكَ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِكَ، يَا مَنْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ

الْحَقُّ "أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ" بَلَى اللَّهُمَّ يَا مَنْ قُلْتَ "أَمَّن يُجِيبُ

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ" اكْفِنِيهِ بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ،

إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ

হে আল্লাহ, আপনার ফয়সালাকে রদ করার কেউ নেই এবং আপনার বিধানকে ঠেকানোর কেউ নেই। হে আল্লাহ, আপনি বলেছেন এবং আপনার কথাই সত্য, "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" হ্যাঁ! হে আল্লাহ, আপনি বলেছেন, "কে আছে যে নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে এবং তার কষ্ট দূর করে দেয়?" তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যেভাবে আপনি চান এবং যা দিয়ে চান। নিশ্চয় আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।

فَإِنِّي مُضْطَرٌّ إِلَيْكَ وَلَا مَلْجَأَ لِي وَلَا رَبَّ سِوَاكَ يُنْجِينِي وَيَحْمِينِي،

فَأَعِنِّي يَا مَنْ تُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، فَأَنَا الْمُوَحِّدُ لَكَ،

أُثْنِي عَلَيْكَ وَأَرْكَعُ وَأَسْجُدُ لَكَ وَأُطِيعُ أَوَامِرَكَ مَا اسْتَطَعْتُ، فَلَا

تَرُدَّنِي بَعْدَ هَذَا الدُّعَاءِ خَائِبًا وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، فَمَا خَابَ مَنْ

دَعَاكَ، وَأَنْتَ الْقَائِلُ "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" وَأَنْتَ الْقَائِلُ "وَإِذَا

سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"

আমি আপনার কাছে নিরুপায় এবং আপনি ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়স্থল ও প্রতিপালক নেই, যিনি আমাকে রক্ষা করবেন ও বাঁচাবেন। হে মজলুমের ডাকে সাড়া দানকারী, আমাকে সাহায্য করুন, যদিও সে কাফির হোক না কেন। কারণ আমি আপনার একত্ববাদে বিশ্বাসী, আপনার প্রশংসা করি, আপনার জন্য রুকু ও সিজদা করি এবং যথাসম্ভব আপনার আদেশ পালন করি। এই দোয়ার পর আমাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবেন না এবং শত্রুদেরকে আমার উপর হাসতে দেবেন না। কারণ যে আপনাকে ডাকে, সে কখনো নিরাশ হয় না। আর আপনিই বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব" এবং "আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তো নিকটেই। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে"।

دَعَوْتُكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ مِنِّي كَمَا وَعَدْتَنِي. أَسْأَلُكَ أَنْ تَحْفَظَنِي فِي لَيْلَتِي هَذِهِ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি আপনাকে ডেকেছি, যেমন আপনি আদেশ করেছেন, সুতরাং আমার দোয়া কবুল করুন, যেমন আপনি ওয়াদা করেছেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে এই রাতে এবং প্রত্যেক রাতে এই খবীস থেকে রক্ষা করুন, সে মুসলিম হোক বা কাফির, নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর সংরক্ষক। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যিনা ও আশিক জিন সম্পর্কিত রুকইয়াহ আয়াত

> **নির্দেশনা:** এই আয়াতগুলো 'আশিক জিন' (যে জিন আসক্ত হয়ে পড়ে) দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির উপর পাঠ করা হয়। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আশিক জিন প্রভাবিত হয়, এমনকি যদি সে উড়ন্ত প্রকারের জিনও হয়ে থাকে, তবুও তার পরিচয় প্রকাশ পায় এবং সে উপস্থিত হতে বাধ্য হয় ইনশাআল্লাহ।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি'। তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি তা জানি, যা তোমরা জান না'।"

(সূরা আল-বাকারা: ৩০)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলতে নির্দেশ দেয় যা তোমরা জান না।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৬৮-১৬৯)

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ

"আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমীনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং শস্য ও প্রাণী ধ্বংস করতে। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালবাসেন না।"

(সূরা আল-বাকারা: ২০৫)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ

فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম'। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিশে যাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে বিপর্যয়কারী ও কে সংস্কারকারী। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আল-বাকারা: ২২০)

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟

إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তো আগুনের দিকে ডাকে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২২১)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তা কষ্ট'। সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২২২)

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ

وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীলতার আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৬৮)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ

مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়ে গেছে তা তার এবং তার معامله আল্লাহর উপর। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা-নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"

(সূরা আলে-ইমরান: ১৪)

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে, জেনে শুনে তার উপর অবিচল থাকে না।"

(সূরা আলে-ইমরান: ১৩৫)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

(সূরা আল-মায়েদাহ: ৩৩)

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ

إِحْسَـٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا

تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ

ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"বল, 'এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই। তা হচ্ছে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদাচার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দেই, প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করবে না; সঙ্গত কারণ ছাড়া। এ উপদেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার'।"

(সূরা আল-আন'আম: ১৫১)

وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ

لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ

عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

"আর সে যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল, সে তাকে কুমন্ত্রণা দিল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো'। সে বলল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না'। আর সে তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার রবের নিদর্শন দেখতে পেত। এভাবেই (আমি তাকে সুযোগ দিয়েছি), যাতে আমি তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মুখলিস (মনোনীত) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

(সূরা ইউসুফ: ২৩-২৪)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

(সূরা আন-নাহল: ৯০)

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"আর তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।"

(সূরা আল-ইসরা: ৩২)

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে সে দাসীগণের ক্ষেত্র ছাড়া; তাহলে তারা তিরস্কৃত হবে না।"

(সূরা আল-মু'মিনূন: ৫-৬)

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى

ٱلْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।"

(সূরা আন-নূর: ২-৩)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

(সূরা আন-নূর: ১৯)

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

আপনি যে সমস্যাগুলো থেকে বের হতে চান অথবা যে রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে চান সেই সমস্যা ও রোগ গুলোকে ১, ২, ৩, এভাবে নাম্বার দিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথমে নোট ডাউন করে নিবেন। পরবর্তীতে এক নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য একদিন ৩০ মিনিট আপনি নিজেই রুকইয়াহ করবেন, দ্বিতীয় নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য দ্বিতীয় দিন ৩০ মিনিট রুকইয়াহ করবেন। তৃতীয় দিন তৃতীয় সমস্যা বা রোগটির জন্য, চতুর্থ দিন চতুর্থ সমস্যা বা রোগের জন্য। এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী...

নিজেই নিজের রুকইয়াহ করার নিয়ম

> "হে আল্লাহ আমার আশিক জ্বিন এবং যিনার প্ররোচনার সাথে সম্পৃক্ত সকল বদনজর, হাসাদ, সেহের, জ্বীন, শরীরের ভিতরে ও বাইরে থাকা শয়তান জ্বীন ও তাদের সকল প্রভাবকে আপনি ধ্বংস করে দিন"

উপরের এই বাংলা দোয়াটি ১৫ মিনিট পাঠ করবেন। আর বাকি ১৫ মিনিট সূরা ফাতিহা, ফালাক এবং নাস পাঠ করবেন।

এভাবে বাংলা ১৫ মিনিট দোয়া এবং ১৫ মিনিট কুরআনের আয়াত পাঠ করে মোট ৩০ মিনিট রুকইয়াহ শেষ করার পর পানি, মধু, গোলাপজল, অলিভ অয়েল, সিদর পাতা, এগুলোতে ফুঁ দিয়ে মিশিয়ে ফুঁ দিবেন। এরপর করার ফলে আপনার নিজের রুকইয়াহও হলো আবার সাথে সাথে আপনার পড়া পানি, পড়া মধু, পড়া তেল ইত্যাদি সব সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে গেল।

সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করার নিয়ম

আপনি রুকইয়াহ করে যে পড়া পানি তৈরি করেছেন সেখান থেকে আধা লিটার পড়া পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো এবং স্বাদ মতো লেবুর রস, মধু, সিদর পাতা মিশিয়ে শরবত বানিয়ে পুরোটা খেয়ে আপনার জন্য সাপোর্টিভ রুকইয়াহ অ্যাক্টিভ করবেন।

সাজেস্টেড অডিও: Ruqyah zina fahisha, Ruqyah jinn possession

রুকইয়াহ গোসল করবেন সপ্তাহে ১ দিন

গোসলের নিয়ম: এক বালতি গোসলের পানি নিন। তাতে ১ লিটার পড়া পানি, এক চামচ পিঙ্ক সল্ট, ১০-১৫ চামচ গোলাপজল এবং ১ থেকে ৩ চামচ অলিভ অয়েল এবং সাতটি সিদর পাতা বেটে পেস্ট করে পানিতে মিশিয়ে ফেলুন।

এরপর এই ১ বালতি পানি থেকে আরেক বালতি পানি আপনার মাথার উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢালবেন এবং পুরো শরীর ম্যাসাজ করবেন। পরবর্তীতে নরমাল ফ্রেশ পানি দিয়ে গোসল করে শরীর পরিষ্কার করে নিবেন।

পড়া অলিভ অয়েল ব্যবহার করবেন

গোসলের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে পুরো শরীরে পড়া অলিভ অয়েল মেখে নিবেন। বিশেষ করে আপনার শরীরের যে সকল জায়গায় ব্যথা করে, জ্বালাপোড়া করে এবং ফুসকুড়ি সেসব স্থানে ঐ পড়া অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করবেন।

পড়া পানি দিয়ে মুখ ধোবেন / স্প্রে করবেন

যখন আপনার বাসায় স্প্রে করবেন, তখন ঐ পানি দিয়ে স্প্রে করা হবে এবং পড়া পানি মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে বাসার ফ্লোর মুছে নিবেন। একটি স্প্রে বোতলে পড়া পানি এবং সুগন্ধি ছাড়া এমন আতর মিশিয়ে বাসায় স্প্রে করবেন।

আমল

সূরা কফ ৩ বার রাতে, সকালে সূরা ইয়াসিন, সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া।

সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ করবেন

নিয়মিত মাসনুন আমল করার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ আদায় করবেন।